ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 026 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০২৬ ● কলকাতা ● ১৪ মাঘ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটমুখী বাংলায় শান্তি বজায় রাখার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

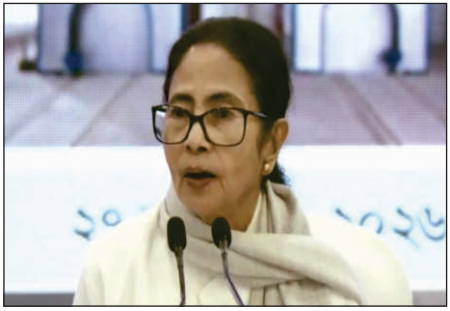

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচনের আগে অশান্তি পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। নবান্নের বৈঠক থেকে ভোটমুখী বাংলায় শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আজ মঙ্গলবার নবান্ন থেকেই ওয়াটগঞ্জের দইঘাটে নতুন শ্মশানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নবরূপে নির্মিত সিরিটি মহাশ্মশান-এর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন তিনি।তিনি বলেন, "কেউ কেউ দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে ভোটের জন্য। কিন্তু আমাদের থাকতে হয় ৩৬৫ দিন।" সবাইকে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই বাংলা সবার"। তবে কে বা কারা এর পিছনে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 185

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর যা সব কিছু, তা কিছুই লাগে না। অর্থাৎ যা আছে তা নেই। আর যা নেই, তাই সবকিছু। আমাদের শরীর থেকেই সারা আধ্যাত্মকে বোঝা যেতে পারে। এক আত্মাকে বুঝে নিলে পরমাত্মাকে জানা যেতে পারে।

জগৎরূপী শরীরে এই জগতকে চালানোর শক্তি হল পরমাত্মা। যার অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় না, কিন্তু সব কিছুতে, সারা জগতে তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

ক্রমশঃ

ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে গুণীজন সংবর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে ২৬ জানুয়ারী এবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের ৫২-তম গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো। যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে এদিন সাধারণতন্ত্র দিবসও পালিত হয়। সকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্থায়ী শহীদ স্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও জাতীয় মনীষিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বিশিষ্ট অতিথিদের প্রদীপ জ্বালানোর মধ্য দিয়ে বিকালে অনুষ্ঠানের সূচনায় রতন কুমার হালদারের সানাইয়ের সুর মূর্ছনা সকলকে মুগ্ধ করে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। এরপর 'বন্দেমাতরম্' সহ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন 'স্বরবিতান'-এর শিল্পীরা। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি ও অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। সাধারণ সম্পাদক তথা আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল সাধারণতন্ত্র দিবসে গুণীজন সংবর্ধনার প্রাসঙ্গিকতা ও সংস্কৃতি পরিষদের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেন। সাধারণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভারতীয় সংবিধানের গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন বিশিষ্ট অতিথি অধ্যাপক প্রদ্যোৎ মণ্ডল। সংস্কৃতি পরিষদের গুণীজন সংবর্ধনা প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় সংবিধানের ৫১ নং ধারার কথা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন যে, সংস্কৃতি পরিষদ প্রকৃতপক্ষে যে সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে থাকে এটা তার একটা বড়ো দৃষ্টান্ত। জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিষদের নানা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মুখ্য উপদেষ্টা কামদেব শাসমল। সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে ডায়মণ্ড হারবার ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার কথা কিভাবে স্থান করে নিয়েছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। খাই প্রয়াত সাংবাদিক তথা সংস্কৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অনল মণ্ডল সম্পর্কে স্মৃতি চারণ করে শ্রদ্ধা জানান সাংবাদিক সাহাদাৎ আলি সেখ। জেলার খেলাধুলা প্রসঙ্গে বলেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক অমল কবিরাজ জেলার খেলাধুলা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন বেসিক ট্রেনিং কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা গায়ত্রী যতি।

এদিন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসহ জেলার বিভিন্ন এলাকার কৃতী আট জন ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হয় । শিক্ষা ও সমাজ সেবায় ডঃ রতন কুমার বাড়ৈ পান নরেন্দ্রনাথ পুরকাইত পদক। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য সেবী বক্রেশ্বর মণ্ডলকে দেওয়া হয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি পদক। সাংবাদিকতা,সাহিত্য চর্চা ও সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসাবে সুব্রত মণ্ডলকে সাংবাদিক অনল মণ্ডল পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ডাঃ সমীর দলপতি-কে ডাঃ পুলিন বিহারী বৈদ্য পদক, যাত্রাপালা নির্দেশক সঞ্জয় মিত্রকে অনুরূপা দেবী পদক, ক্রীড়াবিদ প্রতাপ মণ্ডলকে জগদীশ যমুনা হালদার পদক, আন্তর্জাতিক ভলিবলে অংশগ্রহণকারী শরণ্যা ঘোষকে প্রিয়নাথ যতি পদক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রামকৃষ্ণ পাঠ মন্দির, চকমানিক-কে শহীদ আশুতোষ দলুই পদক দিয়ে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি নিশিকান্ত সামন্ত। সহযোগিতা করেন মৌলি বৈদ্য, সোমা মণ্ডল প্রমুখ।

আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডে সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তা ৪২ ঘণ্টা পেরিয়েও স্পষ্ট নয়। প্রশাসনের অনিশ্চয়তার মধ্যেই সামনে আসছে একের পর এক অব্যবস্থার ছবি। অগ্নি নির্বাপণের ন্যূনতম পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও বিপজ্জনক দাহ্য পদার্থে ঠাসা ছিল গোডাউন।শুভেন্দুর পাশাপাশি প্রশ্ন তুলেছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও। তাঁর প্রশ্ন—পরপর এত অগ্নিকাণ্ড কীভাবে ঘটছে? গত কয়েক বছরে কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় একের পর এক অগ্নিকাণ্ড হলেও কোনও ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত সত্য সামনে আসেনি বলেও অভিযোগ তাঁর।

শেষ পাওয়া সরকারি তথ্য অনুযায়ী, আনন্দপুরের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে স্থানীয় ও অসমর্থিত সূত্রের দাবি, মৃতের সংখ্যা আট পর্যন্ত হতে পারে। নিখোঁজ অন্তত ১৭ জন। ধ্বংসস্তূপের ভিতরে এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই আশঙ্কা বাড়ছে প্রাণহানির সংখ্যা নিয়ে।অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারানো শ্রমিকদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে শুভেন্দু দাবি করেন, এখনও পর্যন্ত আট জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। নিখোঁজ রয়েছেন ২০ জনেরও বেশি। মৃত ও নিখোঁজদের অনেকের পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি বলেও জানান তিনি। তাঁর কথায়, নিহতদের অধিকাংশই ছিলেন তরুণ এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁদের বড় অংশ

এরপর ৪ পাতায়

নেক্সাস ভেঞ্চার পার্টনার্সের নেতৃত্বে অ্যাসেটপ্লাস ১৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করল ভারতে সহায়ক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ

কলকাতা, জানুয়ারী, ২০২৬

ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সম্পূর্ণ ডিজিটাল, সহায়তাপুষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম অ্যাসেটপ্লাস নেক্সাস ভেঞ্চার পার্টনার্সের নেতৃত্বে একটি তহবিল সংগ্রহ রাউন্ডে ১৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। এই বিনিয়োগ ভারতের জন্য একটি টেকসই, পরিবেশক-নেতৃত্বাধীন সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অ্যাসেটপ্লাসের যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

এই রাউন্ডে অংশ নিয়েছে এইট রোডস ভেঞ্চারস, জেরোধার রেইনম্যাটার ফান্ড (নিতিন কামাথ) এবং উদ্যোক্তা ভূপিন্দর সিং। নতুন মূলধন কোম্পানির প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও গভীর করা, পণ্যের পরিসর বাড়ানো এবং সামগ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কে সমর্থনকারী উদ্যোগগুলোকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হবে।

অ্যাসেটপ্লাস এমন একটি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সম্পদ সৃষ্টি কেবল লেনদেন বা টুলসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিষ্ঠানটি একটি সহায়ক, পরামর্শ-নির্ভর সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছে, যেখানে প্রযুক্তি মানুষের পরামর্শকে প্রতিস্থাপন না করে বরং তা আরও শক্তিশালী করে তোলে। এর মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বস্ত ও প্রত্যয়িত পরিবেশকদের মাধ্যমে ভারতীয় পরিবারগুলিকে ধারাবাহিক ও মানসম্মত আর্থিক পরামর্শ প্রদান করা।

অ্যাসেটপ্লাসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও বিশ্রান্ত সুরেশ বলেন, "আমাদের লক্ষ্য কখনোই কেবল আরেকটি ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা ছিল না। আমরা এমন একটি পরিকাঠামো তৈরি করছি যা মানুষের পরামর্শকে প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে পৌঁছে দিতে পারে। এই বিনিয়োগ আমাদের সেই অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও দ্রুত বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করবে, যারা ভারতের দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ ইকোসিস্টেমে বিশ্বাস করেন।"

এই নতুন মূলধন অ্যাসেটপ্লাসের প্রযুক্তিগত ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে, পণ্যের পরিসর সম্প্রসারণ করতে এবং সামগ্রিক ও পরামর্শ-নির্ভর সম্পদ ব্যবস্থাপনা কে সমর্থনকারী কৌশলগত উদ্যোগগুলোকে এগিয়ে নিতে ব্যবহৃত হবে।

যদিও মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাসেটপ্লাসের মূল অফার, প্ল্যাটফর্মটিতে স্বাস্থ্য ও টার্ম ইন্স্যুরেন্সের মতো পণ্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে পরিবেশকরা একটি একক প্ল্যাটফর্ম থেকেই গ্রাহকদের জন্য সম্পূর্ণ আর্থিক সমাধান প্রদান করতে সক্ষম হন।

ভারতের বিনিয়োগ ক্ষেত্র বর্তমানে একটি কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়ছে, সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে একই সঙ্গে শুধুমাত্র নিজে নিজে বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট হচ্ছে। বাজারের অস্থিরতা ও আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিনিয়োগকারীদের জন্য নির্দেশনা, প্রেক্ষাপট ও ধারাবাহিক পরামর্শের গুরুত্ব কে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

অ্যাসেটপ্লাসের বিশ্বাস, ভারতের সম্পদ সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়টি সহায়তাপুষ্ট মডেল দ্বারা পরিচালিত হবে, যেখানে প্রযুক্তি পরিবেশকদের ঝুঁকি-সমন্বিত ও লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ পরামর্শ দিতে সক্ষম করবে। কেবল পণ্য বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, অ্যাসেটপ্লাস জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এই প্রক্রিয়ায় পরামর্শ, নিয়ন্ত্রক সম্মতি, কার্যক্রম এবং একাধিক আর্থিক সমাধানকে একীভূত করে প্ল্যাটফর্মটি একটি নির্বিঘ্ন ও সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

অ্যাসেটপ্লাসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিটিও অবনীশ রাজ বলেন, "বৃহৎ পরিসরে সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতার উপর। আমরা এমন প্রযুক্তি তৈরি করছি যা পরিবেশকদের প্রশাসনিক জটিলতা কমিয়ে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই তহবিল আমাদের ভবিষ্যৎ-উপযোগী ও স্থিতিস্থাপক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের সুযোগ দেবে।"

এই মডেলের কেন্দ্রে রয়েছেন মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটররা (এমএফডি)। অ্যাসেটপ্লাস তাদের কেবল মধ্যস্থতাকারী নয়, বরং ভারতীয় পরিবারগুলোর দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্ল্যাটফর্মটি এন্ড-টু-এন্ড ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট, সম্মতি ও কার্যক্রমের জটিলতা সহজ করে পরিবেশকদের মূল পরামর্শমূলক ভূমিকায় মনোযোগ দিতে সহায়তা করে।

নেক্সাস ভেঞ্চার পার্টনার্সের পার্টনার আনন্দ দত্ত বলেন, "অ্যাসেটপ্লাসের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও শক্তিশালী বাস্তবায়ন আমাদের গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে। তারা সহায়ক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকাঠামো গড়ে তুলছে, যা ভারতের আর্থিক ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি ও পণ্য নির্মাণে তাদের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আস্থা জুগিয়েছে।"

২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অ্যাসেটপ্লাস একটি ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি করতে মনোযোগী হয়েছে, যা সহায়ক সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে পরিমাপযোগ্য, সম্মতিপূর্ণ এবং টেকসই করে তোলে। বর্তমানে, এই প্ল্যাটফর্মটি ভারত জুড়ে ১৮,০০০-এর বেশি মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে কাজ করছে, যারা সম্মিলিতভাবে ৭,০০০ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ (এইউএম) পরিচালনা করে, প্রতি মাসে ১০০ কোটি টাকার বেশি এসআইপি পরিচালনা করে এবং ১.৫ লক্ষেরও বেশি বিনিয়োগকারী গ্রাহককে পরিষেবা দেয়। এই পরিসংখ্যানগুলো দেখায় যে, খণ্ডিত লেনদেন-ভিত্তিক বিতরণের পরিবর্তে একটি শক্তিশালী, পরামর্শনির্ভর সিস্টেমে ঝোঁক স্পষ্ট ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এইট রোডস ভেঞ্চারসের সিনিয়র পার্টনার শ্বেতা ভাটিয়া বলেন, "ভারতে সঞ্চয়ের আর্থিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে রয়েছে। অ্যাসেটপ্লাস মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর-দের জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। আমাদের পুনরায় বিনিয়োগের সিদ্ধান্তটি অ্যাসেটপ্লাসের প্রতি আমাদের আস্থার প্রতিফলন, যা সহায়ক সম্পদ ব্যবস্থাপনা মডেল এবং ভারতের সম্পদ ইকোসিস্টেমের জন্য একটি মূল পরিকাঠামো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে।"

প্রযুক্তি অ্যাসেটপ্লাসের অন্যতম প্রধান পার্থক্যকারী শক্তি। প্রতিষ্ঠানটি ওয়ার্কফ্লও অটোমেশন, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও গ্রাহক সংযোগ এআই-চালিত ক্ষমতা যুক্ত করার দিকে ও কাজ করছে।

এই তহবিল সংগ্রহ প্রসঙ্গে জেরোধার রেইনম্যাটারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নিতিন কামাথ বলেন, "ভারতে নতুন বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার উপায়ও খুঁজে বের করা জরুরি। এটি সচেতনতা, শিক্ষা এবং নির্দেশনার মাধ্যমে সম্ভব। অ্যাসেটপ্লাসের টিম সর্বদা মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরদের ক্ষমতায়নে মনোযোগ দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করে। তারা শুধুমাত্র পণ্য বিক্রিতে নয়, বরং বিনিয়োগকারীদের জন্য সঠিক কাজ করার নতুন উপায় নিয়ে ভাবছে। এই কারণেই আমরা অ্যাসেটপ্লাসে প্রাথমিক বিনিয়োগকারীর ভূমিকা নিয়েছিলাম এবং রেইনম্যাটারের মাধ্যমে তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখতে পেরে আমরা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত।"

দক্ষতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে অ্যাসেটপ্লাস অ্যাসেটপ্লাস একাডেমি চালু করেছে, যেখানে পরিবেশকদের জন্য সার্টিফিকেশন, নিয়ন্ত্রক জ্ঞান ও বাস্তব পরামর্শমূলক দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা রয়েছে। এই উদ্যোগকে আরও

শক্তিশালী করতে সুন্দরম মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাক্তন এমডি সুনীল সুব্রহ্মণ্যম কৌশলগত উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত হয়েছেন।

দীর্ঘমেয়াদে, অ্যাসেটপ্লাস ১০ কোটি ভারতীয় পরিবারকে পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও একটি সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ভারতের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সম্পদ সৃষ্টির পরবর্তী অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চায়।

AssetPlus Website: https://www.partners.assetplus.in/

আরও তথ্যের জন্য – অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন

পিআর ২৪x ৭ || Breakfastnews@pr24x7.com || 7803893363, 9827092823

সম্পাদকীয়

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার

পূর্ব কলকাতার আনন্দপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পরে কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা করে সাহায্য করা হবে।ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ৪২ ঘন্টা বাদে এদিন সন্ধ্যায় আটক করা হয় ডেকরেটর্স সংস্থার মালিক গঙ্গাধর দাসকে। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশের একটি দল মেদিনীপুরে হানা দেয়। বাড়ি থেকে বের হতেই গঙ্গাধর দাসকে আটক করা হয়। যদিও গুদাম মালিক বরাবরই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দায় চাপিয়েছেন মোমো সংস্থার ঘাড়ে। কিন্তু গুদাম যে জমিতে অবস্থিত, তার মালিক ছিলেন গঙ্গাধর। মোমো সংস্থা তাঁর কাছ থেকেই গুদামটি লিজে নিয়েছিল।গত রবিবার ভোর রাত তিনটে নাগাদ আনন্দপুরের নাজিরাবাদে একটি ডেকরেটর্সের গুদামে প্রথমে আগুন লাগে। নিমিষেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশে থাকা মোমো কারখানার গুদামে। সে সময় কয়েকজন কর্মী গুদামের মধ্যে ছিলেন। প্রচুর পরিমাণ দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দাহ্য নিমিষেই দাবানলের আকার ধারণ করে ওই আগুন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১২টি ইঞ্জিন। টানা ১৯ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। যদিও এদিন বিকেল পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছে। কোথাও আবার ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে বের হচ্ছে কালো ধোঁয়া।

এখনও পর্যন্ত আটজনের দেহ উদ্ধার করা হচ্ছে। যদিও তাদের দেহাংশও পুড়ে এতটাই কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে যে শনাক্ত করা যায়নি। একমাত্র ডিএনএ পরীক্ষার পরে মৃতদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে। থানায় আটজনের নিখোঁজের তথ্য রুজু হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যে দু'টি এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। এদিন সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি বলেন, গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এদিন সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জতুগৃহের রূপ ধারণ করা পূর্ব কলকাতার আনন্দপুরের জোড়া গুদামস্থল পরিদর্শন করেন কলকাতার মহানাগরিক তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। উদ্ধারকারীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি নিখোঁজদের পরিজনদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও আহতদের পাশে রাজ্য সরকার আছে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন। সেই সঙ্গে গুদামের মালিক-সহ ঘটনার পিছনে যারা জড়িত, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দিনে সবাই মিলে খিঁচুড়ি, লাবড়া, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য, ফলমূল বিশেষত কূল খাওয়া হয়। আবার সন্ধ্যাবেলায় আরতি উৎসব এবং নাচে-গানে মেতে ওঠে সবাই। সনাতন ধর্মের এ অন্যতম ধর্মীয় উৎসব এবার আবার ফাল্গুনের প্রথম দিনে হওয়াতে বসন্তের বাসন্তী আমেজের সাথে ধর্মীয় উৎসবের আমেজ মিলেমিশে একাকার।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডে সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন শুভেন্দু

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা।

বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, 'দাহ্য পদার্থে ভর্তি তালাবদ্ধ গুদামের ভিতরে শ্রমিকদের আটকে রাখা হয়েছিল। কোনও জরুরি বেরনোর পথ ছিল না। সংকীর্ণ গলির কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে—কলকাতার উপকণ্ঠে এত বিপজ্জনক গুদামে কীভাবে মানুষকে রাত কাটাতে বাধ্য করা হল, অথচ প্রশাসনের কেউ কিছু জানল না?'

দমকলমন্ত্রীকে নিশানা করে শুভেন্দু আরও বলেন, '৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী। অথচ তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন মানুষ গুদামের ভিতরে ছিল। প্রশ্ন তোলার বদলে প্রশাসনের উচিত ছিল তার উত্তর দেওয়া।'

তাঁর দাবি, এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উদাসীনতা, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার।

শুভেন্দুর পাশাপাশি প্রশ্ন তুলেছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও। তাঁর প্রশ্ন—পরপর এত অগ্নিকাণ্ড কীভাবে ঘটছে? গত কয়েক বছরে কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় একের পর এক অগ্নিকাণ্ড হলেও কোনও ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত সত্য সামনে আসেনি বলেও অভিযোগ তাঁর।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

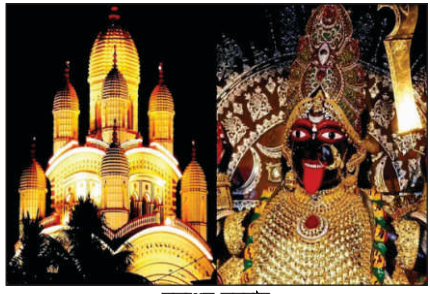

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বজ্রযোগিনী মণ্ডল। তিব্বতী চিত্র। বজ্রযোগিনী মণ্ডলের শ্যামবর্ণা ও পীতবর্ণা ডাকিনীকে ছবির বাঁদিকে ও ডানদিকে দেখা যাচ্ছে, বজ্রযোগিনীর রক্তপানরত।

প্রসন্ন তারা।। পীতবর্ণের প্রসন্নতারা দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডের ৪২ ঘণ্টা পর আটক গোডাউনের মালিক গঙ্গাধর দাস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা রাজ্যকে। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ভোর তিনটে নাগাদ আনন্দপুরে অবস্থিত ওয়াও মোমো, অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থার পরপর দুটো গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত আটজনের দেহাংশের হদিশ মিলেছে।রবিবার-সোমবার ভোর তিনটে নাগাদ নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুরের ডেকরেটর্সের অফিস গোডাউন দাউ দাউ করে আগুন ধরে ওঠে। তেল, গ্যাস, বিপুল পরিমাণ দাহ্য সামগ্রীতে দ্রুত আগুন ধরে যায়। সেই মুহূর্তে বেরোনোর পথ না পেয়েই পরপর মৃত্যু হয় কর্মীদের! এখনও পর্যন্ত ৮ জনের দেহাংশের হদিশ মিলেছে। কিন্তু এখনও ধ্বংসাবশেষের ভাঙা কারশেডের নিচে আরও কর্মীদের দেহ আটকে রয়েছে বলে আশঙ্কা। জানা গিয়েছে, গোডাউনের পাশেই ডেকরেটর্সের অফিস। সেখানেই থাকতেন কর্মীরা। প্রচুর দাহ্য থাকলেও নিয়মিত চলত রান্না। কর্মীদের থাকার জায়গায় একটি দরজা রয়েছে। আগুন লাগায় দরজা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়! কোনও মতে সেখান থেকে বের হন কর্মীরা! কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। কারণ অফিসের পাশের গোডাউ নেও আগুন জ্বলে ওঠে! তাই জ্বলন্ত গোডাউন পেরিয়ে কর্মীরা শেষমেষ বাইরে বেরোতে পারেনি। সেখানেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে একের পর এক কর্মীর মৃত্যু হয়। ভাঙা কারশেডের নিচে আরও কর্মীর দেহ আটকে রয়েছে কিনা, তার উদ্ধারকার্য চলছে। এখনও দু'টি গুদামের ইতিউতি ধিকিধিকি জ্বলছে আগুন। গোডাউনে বেশ কিছু জায়গায় পকেট ফায়ার রয়েছে। সেগুলি নির্মূলে চলছে কুলিং প্রসেস। কুলিং প্রসেস শেষ হলে ফরেনসিক পরীক্ষা হবে। ফরেনসিকের নমুনা সংগ্রহের পরই আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যাবে। অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে যাওয়া দেহগুলিকে শনাক্ত করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এখনও ১৭ জন কর্মী নিখোঁজ রয়েছে। তাঁদের পরিবারের থেকে DNA সংগ্রহ করা হচ্ছে। কেননা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে কর্মীদের দেহ। সনাক্ত করার উপায় নেই। আনন্দপুরের নাজিরাবাদের ওই গুদামে মূলত শুকনো, প্যাকেটজাত খাবার, ঠান্ডা পানীয়ের বোতল মজুত করা থাকত। তাই কী ভাবে সেখানে আগুন লাগল, এখনও স্পষ্ট নয়। তবে অনুমান, গুদামের ভিতরে থাকা কর্মীদের জন্যে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে অনলাইন খাবার সরবরাহ করা সংস্থার গোডাউন আগুন লাগে। সেখান থেকে পাশের ডেকরেটার্সের গোডাউন আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে চোদ্দটা দমকলের গাড়ি নরেন্দ্রপুরে পৌঁছয়। কিন্তু জায়গা ছোট হওয়ার কারণে দমকলকর্মীদের আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়। বিধ্বংসী আগুনে গোডাউনের টিনের ছাউনির একাংশ ভেঙে পড়ে পড়ে। দেওয়ালে ফাটল ধরে। প্রায় ১১ ঘণ্টা প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।আরও ১৭ জনের পরিবার নিখোঁজ অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনায় এখনও ভস্মীভূত গুদামের ভাঙা কারশেডের নিচে আরও কর্মীদের দেহ আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। এই ঘটনার ৪২ ঘন্টা পর অবশেষে গুদামের মালিক গঙ্গাধর দাসকে আটক করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

তাঁকে বারুইপুরের জেলা পুলিশ দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হবে। বুধবারই তাঁকে আদালতে পেশ করা হতে পারে। সূত্রের খবর, তদন্তে নেমে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশের একটি দল মেদিনীপুরে হানা দেয়। আর এদিন বাড়ি থেকে বের হতেই গঙ্গাধর দাসকে আটক করা হয়। যদিও গুদাম মালিক বরাবরই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের দায় চাপিয়েছেন মোমো সংস্থার ঘাড়ে। কিন্তু গুদাম যে জমিতে অবস্থিত, তার মালিক ছিলেন গঙ্গাধর। মোমো কোম্পানি তাঁর কাছ থেকেই গোডাউন লিজে নিয়েছিল। ঘটনার দিন সেখানেই কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। এরপরেই গুদাম মালিকের বিরুদ্ধে একাধিক গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। প্রথমত গুদামের পরিসর অনেকটাই ছোট, সেখানে এতগুলো শ্রমিক কি করে কাজ করতেন। মাত্র একটা দরজা রয়েছে গুদামের। তাই আগুন লাগার পর কর্মীরা সেখান থেকে বেরোতে পারেনি। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। এছাড়া এত বড় একটা গুদামে কেন কোনও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নেই, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দমকলের তরফে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযুক্তর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করা হলে গঙ্গাধর দাসকে অফিসিয়ালি গ্রেফতার করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

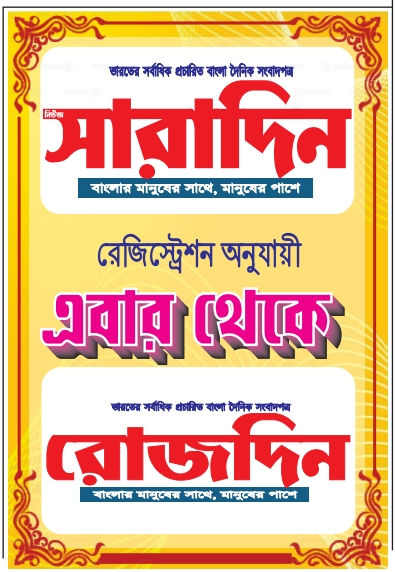

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

কলকাতা বইমেলায় 'উদার আকাশ' প্রকাশনের স্টলটি বইপ্রেমীর কাছে সমাদৃত

সংবাদদাতা

২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতির মানিকপুর ন্যাথুলাল দাস পিটিটিআই ও বিএড কলেজ মাঠে সূচনা হয় এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। ওই মঞ্চে ফারুক আহমেদ সম্পাদিত রিসার্চ জার্নাল 'উদার আকাশ' পত্রিকার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে ২৫ বছর ১ম সংখ্যা উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট নাট্যকার, লেখক ও উচ্চ শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। 'উদার আকাশ' বইমেলা সংখ্যাটিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সৃজনশীল কাজের জন্য ইতিমধ্যে 'উদার আকাশ' পাঠক দরবারে সমাদৃত হয়েছে। ইতিমধ্যেই রউদার আকাশ' প্রকাশন সংস্থা থেকে ১৮১ টি গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ২১টি বই প্রকাশ হয়েছে। চলতি ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় 'উদার আকাশ' প্রকাশনের স্টলটি বহু বইপ্রেমীর কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হচ্ছে। 'উদার আকাশ' স্টলটির নম্বর ৬৬৪। বইমেলার ৯নং গেটের কাছেই। স্টলে 'উদার আকাশ' প্রকাশনের নিজস্ব ১৯৯টি বই ছাড়াও বাংলাদেশের একটি প্রকাশকের কিছু বই পাঠককে আকৃষ্ট করছে। 'উদার আকাশ' প্রকাশনের একগুচ্ছ কবিতার বই, কর্ণধার ফারুক আহমেদের সম্পাদিত প্রবন্ধের বই যেমন, বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে কাজী নজরুল ইসলাম, বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, প্রতিশ্রুতি ও উন্নয়ন, পশ্চিমে সূর্যোদয় রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উলটপুরাণ পাঠকরা আগ্রহের সঙ্গে কিনছেন। একইসঙ্গে সাংবাদিক তথা কথা সাহিত্যিক মোশারফ হোসেনের জনপ্রিয় উপন্যাস দুই বাংলার পটভূমিতে লেখা 'জন্মভূমিশ্চ' ও 'কাঁচপোকার টিপ' এবং সদ্যপ্রকাশিত দুটি উপন্যাস 'এক নদী ভালোবাসা' ও 'সন্ধিক্ষণ' ডিটেকটিভ উপন্যাস 'রহস্য কারগির পাহাড়ে', কবিতার বই 'বাঁশির ডাক' প্রভৃতি ভালোই বিক্রি হচ্ছে। ওই লেখকের রাজনৈতিক-সামাজিক উপন্যাস 'পরিবর্তন প্রথম খণ্ড' এবং নিবন্ধের বই 'মানুষ-মাটি-মা'ও আগের মতো এখনও পাঠক-প্রিয়।

বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক আবুল হাসনাত-এর 'কালের প্রহরী' এবং 'ত্রয়ী' প্রবন্ধগ্রন্থ বেশ সাড়া ফেলেছে বইমেলায়। মইনুল হাসান-এর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের বই বিশেষ করে 'বাঙালি ও মুসলমান' এমুহূর্তে বেস্টসেলার বইমেলায়। উপন্যাস ও কবিতার বইও কাটছে ভালো। তুষার ভট্টাচার্য, তৈমুর খান, পলাশ কুমার হালদার, ওয়াবেদ আকাশ, সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনাকী চট্টোপাধ্যায়, মো: আবেদ আলি, শিবুকান্ত বর্মনদের লেখা বইও বেশ বিক্রি হচ্ছে।

'উদার আকাশ' স্টলের আকর্ষণ এবার আরও বাড়িয়েছে বাংলাদেশের নামী প্রকাশনা সংস্থা স্বপ্ন '৭১ প্রকাশনের প্রকাশিত ৫৮টি বইয়ে বিপুল সম্ভার। এগুলের মধ্যে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের গল্পগ্রন্থ 'মানুষের ডেরায় স্বপ্নের খুঁটি', মোহিত কামালের গবেষণাগ্রন্থ 'বিদ্রোহী কবিতার মনস্তত্ত্ব' ষষ্ঠবারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতিকার কবির বকুলের কাব্যগ্রন্থ 'দ্বিতীয় জীবন', শিশুসাহিত্যিক দন্ত্যস রওশনের 'নোটুর একটি রাইফেল, লেজকাটা টিকটিকি, গবেষক ও লেখক আবু সাঈদ ও প্রিয়জিৎ দেবসরকারের কনসার্ট ফর বাংলাদেশ: দুই বন্ধু এক দেশ, সাহাদাত পারভেজের 'মধুরিমায় আলাপ', আবু সাঈদ সম্পাদিত চার খণ্ডের 'শত কথার শত গল্প', মুক্তিযুদ্ধে রেডিও, সাংবাদিক তরুণ চক্রবর্তীর 'আনন্দ ভৈরবী', রাজনীতি ও লেখক জুনায়েদ আহমেদ পলকের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ : এক সফল উন্নয়ন দর্শন, সঞ্চিত দত্তের 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নদীয়া' কথাসাহিত্যিক মুসা আলির উপন্যাস 'বাঁক ফিরে চলে জীবন, রাহিতুল ইসলামের 'সুমনের দিনরাত্রি' সাজিদ রহমানের গল্পগ্রন্থ 'বাউর', কবি সুজন সুপান্থের 'মেঘের ভেতর মীন' প্রভৃতি অনেকেরই নজর কেড়েছে। নজর কেড়েছে বিধ্বংসী প্রহর, অনেক রঙের জল, তিন তাসের মানুষ প্রভৃতি বইও। স্টলে অন্যান্য অনেক লেখকের বইও পাওয়া যাচ্ছে।

ফারুক আহমেদ বলেন, উদার আকাশের প্রতি পাঠকের এই ভালোবাসা আমায় আপ্লুত করেছে। সংস্থাকে আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টার ত্রুটি করব না। তিনি আরও জানান, আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেলে বইমেলার 'প্রেস কর্নারে' এক অনুষ্ঠানে 'উদার আকাশ' প্রকাশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পাবে নতুন ১৭টি বই।

লোকালয়ে চিতাবাঘের হানা, জখম একাধিক উত্তেজিত জনতার হাতে প্রাণ গেল চিতার

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা ব্লকের ধনীরাম ২নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সরুগাঁও শিসাবাড়ি গ্রামে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা ঘটল।লোকালয়ে ঢুকে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ পরপর অন্তত সাতজনকে আক্রমণ করে জখম করে। পরে আতঙ্কিত ও উত্তেজিত গ্রামবাসীদের হাতে প্রাণ হারায় চিতাটি।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,এদিন হঠাৎই গ্রামে ঢুকে পড়ে চিতাবাঘটি।প্রথমে একটি ছোট শিশুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কামড়ে ধরে। শিশুটির চিৎকার শুনে তার বাবা ছুটে এসে সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে চিতাবাঘটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।সেই সময় আশেপাশের

বাসিন্দারাও ঘটনাস্থলে ছুটে এলে চিতাটি তাদের উপরও আক্রমণ করে। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।আক্রমণে আহতদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই রয়েছেন বলে জানা গেছে।স্থানীয়রা আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর।এদিকে চিতাবাঘের লাগাতার আক্রমণে ক্ষুব্ধ ও আতঙ্কিত জনতা একসময় প্রাণীটিকে ঘিরে ফেলে এবং গণপিটুনিতে সেটির মৃত্যু হয়।খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি বনদপ্তরের দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘটির মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে,কীভাবে চিতাটি লোকালয়ে ঢুকে পড়ল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

ভোটমুখী বাংলায় শান্তি বজায় রাখার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

বলেননি। অন্যদিকে এদিন ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা নিয়েও ফের মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "বাংলায় ভিন রাজ্যের দেড় কোটি শ্রমিক কাজ করেন। কিন্তু এখানে কেউ তাঁদের সমস্যা করে না। কিন্তু আমাদের শ্রমিকরা যখন বাইরের রাজ্যে কাজ করতে চান তাঁদের উপর খুব অত্যাচার করা হচ্ছে।" এই অবস্থায় ফের একবার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরে আসার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী তাঁদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ারও কথা জানান তিনি।আর সেখান থেকেই বঙ্গ নির্বাচনের আগেই অশান্তি ছড়ানো হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে যেভাবে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন তা নিয়েও সরব হন তিনি।

আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই বাংলায় নির্বাচন। তার আগেই এদিন অশান্তি নিয়ে রাজ্যবাসীকে কোনও প্ররোচনায় পা না দেওয়ার বার্তা দেন প্রশাসনিক প্রধান। তিনি বলেন, "আমাদের যদি ৩০ শতাংশ কমিউনিটির যদি কোনও লোক থাকে তাহলে ঝগড়া করলে রোড অবরোধ করে দেবে। এমনই ২৬ শতাংশ সিডিউল কাস্ট রয়েছে। ৬ শতাংশ আদিবাসী রয়েছে। আদিবাসী কিছু হলেই ট্রেন অবরোধ করে বসে যায়।" কিন্তু এমনটা তিনি চান না বলেই এদিন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কথায়, "আমি চাই সবাই একসঙ্গে মিলে মিশে থাকুক।" এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই এদিন নির্বাচনের আগে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন প্রশাসনিক প্রধান।

সিনেমার খবর

‘ডন ৩’-এ কি ফিরছেন শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘ডন ৩’-এর কাস্টিং ঘিরে জল্পনা যেন থামছেই না। প্রথম দুই কিস্তিতে শাহরুখ খান অভিনীত আইকনিক চরিত্র ‘ডন’ দর্শকমনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তবে তৃতীয় কিস্তিতে হঠাৎ করেই নায়ক হিসেবে রণবীর সিংয়ের নাম ঘোষণা করা হলে বিতর্ক শুরু হয়।

মাসখানেক আগে সেই বিতর্কে নতুন মোড় আসে, যখন জানা যায়-রণবীর সিং আর ‘ডন ৩’-এর অংশ নন। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে, ‘ডন ৩’-এ আবারও ফিরতে যাচ্ছেন শাহরুখ খান।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শাহরুখ খান ‘ডন ৩’-এ ফিরতে রাজি হতে পারেন। তবে একটি বিশেষ শর্তে। বলা হচ্ছে, তিনি চান এই সিনেমার পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন ‘জাওয়ান’ খ্যাত পরিচালক অ্যাটলি।

তার বিশ্বাস, অ্যাটলির পরিচালনায় সিনেমাটির ভিজ্যুয়াল স্কেল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আকর্ষণ অনেকটাই বেড়ে যাবে। সেই কারণেই এই শর্তে তিনি সিনেমাটিতে ফেরার বিষয়ে ইতিবাচক হতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

‘ডন’ ও ‘ডন ২’-এ শাহরুখের অভিনয় দর্শকমহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিল। পরে ‘ডন ৩’-এ রণবীরকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করা হলেও শিডিউলের জটিলতা, সৃজনশীল মতপার্থক্য ও অন্যান্য সমস্যার কারণে সেই কাস্টিং চূড়ান্ত রূপ পায়নি। রণবীরের সরে যাওয়া এবং শাহরুখের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন এই ‘ডন ৩’-কে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দিয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত প্রযোজক বা নির্মাতাদের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

ফলে বিষয়টি পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও যদি এই জল্পনা সত্যি হয়, তাহলে ‘ডন’ সিরিজের পুরনো জাদু নতুন রূপে আবারও বড় পর্দায় ফিরে আসতে পারে বলে মনে করছেন সিনেপ্রেমীরা।

ধানুশের সঙ্গে বিয়ের গুঞ্জনে যা বললেন মৃণাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেতা ধানুশ ও অভিনেত্রী মৃণাল ঠাকুরের বিয়ে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে জোর গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে।

আসছে বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে (১৪ ফেব্রুয়ারি) সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন—এমন কথা নেটিজেনদের মাঝে ভাইরাল হয়ে পড়ে এ তারকা জুটির। এ নিয়ে যখন নেটদুনিয়া তোলপাড়, ঠিক তখনই মৃণালের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট নিয়ে তৈরি হলো এক ধোঁয়াশা। শুধু তাই নয়, এ বিয়ের গুঞ্জন সত্য নয় বলেও দাবি করেছেন ধানুশ।

এর আগে দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির বর্ষীয়ান অভিনেতা রজনীকান্তের মেয়ে ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন ধানুশ। ২০০৪ সালের ১৮ নভেম্বর তারা সাতপাকে বাঁধা পড়েন। ২০২২ সালের শুরুতে ১৮ বছরের দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটান এ তারকা দম্পতি। এরপর পরিবার ও আদালত ভাঙা সংসার জোড়া লাগানোর বহু চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর এ দম্পতির বিচ্ছেদের আবেদন গ্রহণ করেন আদালত। এ তারকা দম্পতির রয়েছে দুই ছেলে— যাত্রা ও লিঙ্গা।

সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন অভিনেত্রী মৃণাল। সেই ভিডিওটিতে দেখা যায়, একটি নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছেন তিনি। ভিডিওর ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন— ‘স্থির, উজ্জ্বল ও অটল’।

আর মৃণালের এই পোস্টের ক্যাপশন দেখে নানা প্রশ্ন তৈরি হয় তাদের ভক্ত-অনুরাগীদের মনে। অনেকের ধারণা— মৃণাল হয়তো বোঝাতে চাইছেন, চারপাশের এসব গুঞ্জন তাকে মোটেও প্রভাবিত করছে না।

গত বছরের আগস্ট মাসে মৃণালের ‘সন অব সর্দার টু’ সিনেমার প্রিমিয়ারে ধানুশের উপস্থিতি থেকেই মূলত এ আলোচনার শুরু। ৪২ বছর বয়সি ধানুশ ও ৩৩ বছর বয়সি মৃণালের এই অসমবয়সি প্রেম নিয়ে চর্চাও কম হয়নি। তবে বিয়ের এ গুঞ্জনকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন মৃণালের ঘনিষ্ঠ এক সূত্র। কারণ আগামী মাসে বিয়ের কোনো পরিকল্পনাই নেই অভিনেত্রীর। বরং তার বড় বাজেটের সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় আছে। এ ছাড়া মার্চ মাসেই মুক্তি পাবে তার একটি তেলেগু সিনেমা।

বর্তমানে মৃণাল অভিনেতা সিদ্ধার্থ চতুর্বেদীর সঙ্গে ‘দো দিওয়ানে শেহের মে’ সিনেমার কাজ ও প্রচার নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় পার করছেন। পেশাগত জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিয়ের মতো বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া মৃণালের জন্য একপ্রকার অসম্ভব। অন্যদিকে ধানুশ নিজেও সংবাদমাধ্যমে এ খবরকে ভুয়া ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

বিয়ের পর মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন মীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অন্যতম আলোচিত যুগল শাহিদ কাপুর-মীরা রাজপুত। ১১ বছর আগে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরুর পর থেকে ভক্তদের কাছে তারা ধীরে ধীরে পছন্দের জুটিতে পরিণত হয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে দুজনকে ভালোই সরব থাকতে দেখা যায়। দিল্লির মেয়ে মীরাও স্বামীর পাশাপাশি নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন বলিউডের আলো-ঝলমলে দুনিয়ার সঙ্গে।

যদিও শাহিদ কাপুরকে বিয়ের পর নতুন সংসারে শুরুর দিনগুলো খুব একটা সুখকর ছিল না মীরার জন্য। তখন নাকি বেশ মানসিক অবসাদে ভুগতে হয়েছে শাহিদপত্নীকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজেই এই কথাগুলো জানিয়েছেন তিনি।

মীরার ভাষ্যমতে, ‘বিয়ের পর আমি কিছুটা গুটিয়ে গিয়েছিলাম। আমার এই আচরণ দেখে অনেকেই ভাবতেন আমি হয়তো খুব নাকউঁচু বা অহংকারী। কিন্তু আসল সত্যিটা হলো, নতুন এই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমার অনেকটা সময় লেগেছিল।’

বিষণ্ণতার কারণ হিসেবে মীরা বলেন, ‘আমার বয়সি বন্ধুরা যখন ক্যারিয়ার গড়া কিংবা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে, কেউবা চাকরিতে প্রমোশন পাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে আমি ঘর-সংসার সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বন্ধুদের সঙ্গে আমার জীবনের এই ব্যবধান মানসিকভাবে বেশ পিছিয়ে দিয়েছিল আমাকে। মনে হতো একা হয়ে গেছি।’

যদিও দুঃসময়কে পেছনে ফেলে এখন ঘর সামলানোর পাশাপাশি নিজের পেশাগত জীবনেও শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন মীরা। বর্তমানে তিনি একজন সফল সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও উদ্যোক্তা। পাশাপাশি শাহিদের সঙ্গে তার সংসার জীবনও অনেকের কাছেই অনন্য বলে মনে হয়।

আফ্রিকান নেশন্স কাপ

হট্টগোল ও বিতর্কের ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন সেনেগাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হট্টগোল, বিতর্ক আর অভাবনীয় সব ঘটনার ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত আফ্রিকান নেশন্স কাপের শিরোপা জিতেছে সেনেগাল। মরক্কোর বিপক্ষে ঘটনাবহুল ফাইনালে রেফারির সিদ্ধান্ত ঘিরে উত্তেজনা, কোচের নির্দেশে খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে চলে যাওয়া, আবার মাঠে ফেরা সব মিলিয়ে এক নাটকীয় রাতের সাক্ষী হলো রাবাতের সবুজ গালিচা।

মরক্কোর রাজধানী রাবাতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে ১-০ গোলে জয় পায় সেনেগাল। নির্ধারিত ৯০ মিনিট গোলশূন্য থাকলেও অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই দর্শনীয় এক গোল করেন পাপ গেয়ি। সেই গোলেই শিরোপা নিশ্চিত হয় সেনেগালের।

এ নিয়ে দ্বিতীয়বার আফ্রিকান নেশন্স কাপ জিতল সেনেগাল। এর আগে ২০২১ সালে প্রথমবার

মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল তারা। অন্যদিকে মরক্কোর শিরোপা অপেক্ষা দীর্ঘ হলো আরও। ১৯৭৬ সালের পর আর এই ট্রফির স্বাদ পায়নি তারা।

ম্যাচের শুরু থেকেই সুযোগ তৈরি করেছিল সেনেগাল। পঞ্চম মিনিটেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেও পাপ গেয়ির হেড গোলরক্ষকের হাতে যায়। ৩৭তম মিনিটে ইলিমান একা গোলরক্ষকের সামনে গিয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন। প্রথমার্ধে মরক্কোও কয়েকটি সুযোগ পেলেও গোলের দেখা পায়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাড়ায় মরক্কো, তবে একের পর এক শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। শেষদিকে বিতর্ক চরমে ওঠে। যোগ করা সময়ের শেষ দিকে কর্নার থেকে রেয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড ব্রাহিম দিয়াস ফাউলের শিকার হলে ভিএআর দেখে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে সেনেগাল কোচ পাপ ঝাও খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে ডেকে নেন। কিছু সময় পর তারা মাঠে ফেরেন।

পেনাল্টি নিতে এসে ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হন দিয়াস। দুর্বল পানেনকা শট সহজেই ধরে নেন সেনেগালের গোলরক্ষক। এরপরই নির্ধারিত সময় শেষ হয়।

অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই ইদ্রিসা গেয়ির থ্রু বল ধরে দুর্দান্ত কোনাকুনি শটে জয়সূচক গোলটি করেন পাপ গেয়ি। পরে মরক্কো সমতায় ফেরার একাধিক সুযোগ পেলেও ভাগ্য সহায় হয়নি।

তবে ম্যাচজুড়ে ঘটে যাওয়া বিতর্ক, বিশৃঙ্খলা আর অশোভন পরিস্থিতি আফ্রিকান ফুটবলের সৌন্দর্যকে আঘাত করেছে বলেই মত অনেকের। ধারাভাষ্যকারদের কণ্ঠেও শোনা গেছে হতাশা। ফুটবলের চেয়ে ঘটনাই যেন বেশি আলোচনায় চলে এসেছে।

আর্জেন্টাইন তারকাকে দলে ভেড়াতে চায় বার্সেলোনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মৌসুম এখনও অর্ধেক পথও পেরোয়নি, তবে এর মধ্যেই আগামী মৌসুমের দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছে বার্সেলোনা। কাতালান ক্লাবটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আক্রমণভাগ আরও শক্তিশালী করতে চায়, আর সেই লক্ষ্যেই তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ।

বয়স ও আর্থিক বিবেচনায় রবার্ট লেভানডফস্কির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় আক্রমণভাগে পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে বার্সেলোনা। আগস্টে ৩৮ বছরে পা দেবেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার, পাশাপাশি উচ্চ পারিশ্রমিক ও চোটের ঝুঁকিও ভাবাচ্ছে বার্সাকে। এই বাস্তবতায় আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগের অন্যতম নির্ভরযোগ্য নাম আলভারেজকে আদর্শ বিকল্প হিসেবে দেখছেন কোচ হান্সি ফ্লিক ও স্পোর্টিং ডিরেক্টর ডেকো।

যদিও চলতি মৌসুমে আতলেতিকো মাদ্রিদে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখাতে পারেননি আলভারেজ। তবে বার্সেলোনার কর্মকর্তারা মনে করছেন, আলভারেজের খেলার ধরন ক্লাবের পরিকল্পনার সঙ্গে মানানসই।

আলভারেজকে দলে ভেড়ানো অবশ্য সহজ হবে না। ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে পেতে বার্সেলোনাকে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ইউরো খরচ করতে হতে পারে। ফিন্যান্সিয়াল ফেয়ার প্লের ১:১ নিয়মে ফিরতে পারলেই কেবল এমন বড় চুক্তিতে যেতে পারবে ক্লাবটি।

‘যে কাউকে হারানোর বিশ্বাস আমার আছে’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

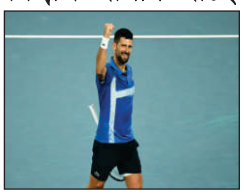

মৌসুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু হচ্ছে রবিবার। মেলবোর্নে ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের হাতছানি থাকলেও বাড়তি চাপ নিতে চান না নোভাক জোকোভিচ।

ইতিহাস গড়ার আলোচনা থাকলেও সেটিকে ‘এখনই না হলে কখনোই নয়’ ভাবনায় দেখছেন না সার্বিয়ান এই তারকা। ৩৮ বছর বয়সী জোকোভিচ বর্তমানে ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপার মালিক। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে রেকর্ড ১০টি শিরোপা জিতেছেন। সে কারণেই এবারও অনেকের চোখে সবচেয়ে বড় দাবিদার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন জোকোভিচ।

তবে এসব আলোচনা নিজের খেলায় প্রভাব ফেলতে দিতে চান না জোকোভিচ, ‘২৫তম শিরোপা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। কিন্তু আমি বরং যা অর্জন করেছি, সেদিকেই মন দিতে চাই। ২৪

কোনোভাবেই খারাপ সংখ্যা নয়।’

চাপমুক্ত থেকে খেলাই এখন তার মূল লক্ষ্য। অতিরিক্ত প্রত্যাশা ভালো পারফরম্যান্সের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলেও মনে করেন এই অভিজ্ঞ তারকা।

নিজের ফিটনেস ও আত্মবিশ্বাসের ওপর আস্থা রাখছেন জোকোভিচ, ‘যখন পুরোপুরি ফিট থাকি, তখন যে কাউকে হারানোর বিশ্বাস আমার আছে।’

সোমবার বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে স্পেনের পেদ্রো মার্টিনেজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন অভিযান শুরু করবেন চতুর্থ বাছাই জোকোভিচ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR